R.N N0. 2532/57 Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ
৪৫শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১লা বৈশাখ ১৪২২
১৫ এপ্রিল, ২০১৫
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

রঘুনাথগঞ্জ পারে ওয়ার্ডভিত্তিক সম্ভাব্য ফলাফলের এক ঝলক

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার ১৩নং ওয়ার্ডের কংগ্রেসের হাবিবুর রহমান(শিমুল)। তিনি কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। সিপিএমের মুস্তাক আমেদ (মনির) পুরসভার একজন সক্রিয় ঠিকাদার। তৃণমূলের নুর ইসলাম (টিপু) ও বিজেপির সুজিত ঘোষ। গত নির্বাচনে এখানে মহিলা সিটে অপর্ণা হালদার সিপিএম থেকে জয়ী হয়েছিলেন। এবার হালদার ও ঘোষ সম্প্রদায়ের প্রায় ৬৭২টি ভোটের বৃহৎ অংশ বিজেপির দিকে যাবে বলে এলাকায় হাওয়া উঠলেও লড়াই হবে কংগ্রেস ও সিপিএমের মধ্যে। জয়ী কে হবেন এখনও বলা যাচ্ছে না। ১৪নং –এ সিপিএমের মেরী হাজরার সঙ্গে কংগ্রেসের মধুমিতা মন্ডলের লড়াই হবে। এইরকম একটা পরিস্থিতি তৈরী হচ্ছে। সেখানে তৃণমূলের প্রার্থী মোনালিসা সরকার ও বিজেপির মৌমিতা চৌধুরী (সাহা)। উল্লেখ্য তিন–তিনবার জয়ী প্রার্থী কংগ্রেসের বিকাশ নন্দ। ওর প্রভাবেই মধুমিতা মন্ডলের পাল্লা ভারী। ১৫নং –এ সিপিএমের সুবীর রায়ের সঙ্গে কংগ্রেসের বিকাশ নন্দের সরাসরি লড়াই এটা স্পষ্ট। সুবীর জঙ্গিপুর কোর্টের আইনজীবী ও বিভিন্ন যুব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। অন্যদিকে বিকাশ তিনবারের বিজয়ী কাউন্সিলার। জঙ্গিপুর কলেজ ছাড়া আরও কয়েকটি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী শিবপ্রসাদ সরকার (মাণিক) বা বিজেপির শুভাশিস্ সাহার ভূমিকা এখনও পর্যন্ত দুর্বল। ১৬নং ওয়ার্ডটি বরাবর সিপিআই–এর দখলে থাকলেও এবার তা নাই। এর জন্য দলের নেতা অশোক সাহার দায়িত্বহীনতা, অসততা নাকি দায়ী। আজ ওয়ার্ডটি সিপিএমের দখলে। প্রার্থীরা হলেন সিপিএমের রঙ্গনা সাহা, কংগ্রেসের পূর্ণিমা মিশ্র, তৃণমূলের মনীষা রুদ্র এবং বিজেপির মহুয়া দাস। এখানে সিপিএমের রঙ্গনার সঙ্গে তৃণমূলের মনীষার জমিতে বিজেপির মহুয়া কতটা ভাগ বসাতে পারবেন তা অনুভব করতে এখনও সপ্তাহখানেক অপেক্ষা করতে হবে। ১৭নং –এ অস্তিত্বহীন ফঃ ব্লকের আসনে প্রার্থী হয়েছেন সিপিএমের গণ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বিনয় সরকার। তাঁর প্রচারে সাথীও সিপিএমের লোকজন। ওই ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থী পুরুষোত্তম হালদার একজন প্রাঃ শিক্ষক। তৃণমূলের শ্যামাপ্রসাদ দাস (বাবলু) এবং কংগ্রেসের অমিত সরকার। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের সরাসরি লড়াই আশা করা যায়। ১৮নং –এ কংগ্রেসের স্ট্যান্ডিং কাউন্সিলার সমীর পন্ডিতের বিরুদ্ধে বিরোধী নেতার দায়িত্বে অবহেলার কথা উঠলেও ওয়ার্ডে তাঁর প্রভাব যথেষ্ট। মানুষের যে কোন কাজে পাশে দাঁড়ান। অন্যদিকে সিপিএমের প্রার্থী শত্রুঘ্ন সরকার গত নির্বাচনে অন্য এলাকায় দাঁড়িয়েছিলেন। তাই দীর্ঘ সময় এই এলাকায় তাঁর কোন জনসংযোগ নেই। এই ওয়ার্ডের অনেকের কথায় আত্মঅহংকারী। বিজেপি প্রার্থী গোলাম

(শেষ পাতায়)

পুরভোটে বামফ্রন্টে মেজাজ নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পুরভোটের আবহাওয়া এখনও তেমন গরম না হলেও বামফ্রন্টের অবস্থা শুরু থেকেই এতটা শোচনীয় হয়ে পড়বে বুঝতে পারা যায়নি। কারণ জঙ্গিপুরে এতদিন বামফ্রন্ট নেতা বলতে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য ছাড়া আর কাউকে তার ধারে কাছে দাঁড়াতে দেখা যায়নি। সেই মৃগাঙ্ক ভোটের প্রার্থী নির্বাচনের শুরু থেকেই নানাভাবে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁর হুইপ আর সেভাবে কাজ করছে না। তাই পরিস্থিতি ক্রমশঃ জটিল চেহারা নিচ্ছে। অনেক বিশ্বস্ত কর্মী প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তাঁর নিজস্ব ওয়ার্ড ১২ নম্বরে সিপিএম প্রার্থী প্রণব সরকার তাই এখন পর্যন্ত প্রচারে তিন নম্বরে। সেখানে সিপিএমের তিন দশকের কর্মী বর্তমানে দল থেকে বহিষ্কৃত

(শেষ পাতায়)

নির্বাচনী জনসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর টাউন ক্লাব হলে ৯ এপ্রিল পুর নির্বাচনী জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। তিনি বামফ্রন্ট পরিচালিত জঙ্গিপুর পুরবোর্ডকে ব্যক্তিগত একজনের বোর্ড বলে বিদ্রূপ করেন। তিনি বলেন -- বহরমপুরের থেকে পাঁচগুণ বেশী টাকা পেয়েছে জঙ্গিপুর। কিন্তু উন্নয়ন কোথায় ? কনট্রাকটরী রাজ চলছে সেখানে। কোন প্ল্যান হয় না। সবাই লুটেপুটে খাচ্ছে। অন্যদিকে তৃণমূল নেতারা গরু আর চোরাই কয়লা পাচার করে পকেট ভর্তি করছে। এই সুযোগে পুলিশও করে খাচ্ছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাই স্কুল মাঠে ৭

(শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা বৈশাখ, ১৪২২ বুধবার

নববর্ষ

আজ নববর্ষ। ১৪২২ বঙ্গাব্দের শুরু। ১৪২১ শয্যা সাজাইতে তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল। 'পুরাতন বৎসরের সূর্য পশ্চিম প্রান্তে' অস্তমিত হইবে। কবিকণ্ঠেও ধ্বনিত সেই বর্ষ বিদায়ের বাণী – 'বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে এল অবসান, চৈত্র অবসান।' চৈত্রের চিতাভস্ম হইতে উঠিয়া আসিল নূতন বৎসর। ভূতরূপ সিন্ধু জলে গড়াইয়া পড়িল পুরাতন বৎসর -- এই তো নিয়ম। পুরাতন বিদায় গ্রহণ করে, নূতন হয় তাহার স্থলাভিষিক্ত। চিরন্তনের এই লীলা চলিয়া আসিতেছে আবহমান কাল হইতে। সেই চিরন্তনের পালাবদলের কথা কবিপুরুষেরাও শুনাইয়া আসিতেছেন অনাদ্যন্ত কাল হইতে – পৃথিবীতে সকল বস্তুই আসিতেছে – যাইতেছে – কিছুই স্থির নহে, সকলই চঞ্চল – বর্ষ শেষের সন্ধ্যায় এই কথাই তপ্ত নিঃশ্বাসের সহিত হৃদয়ের মধ্যে প্রবাহিত হইতে থাকে। বর্ষ বিদায়ের মুহূর্ত্তে আশ্বাসেরও বাণী আশ্বস্ত করে আমাদিগকে এই বলিয়া : রাত্রি যেমন আগামী দিবসকে নবীন করে, নিদ্রা যেমন আগামী জাগরণকে উজ্জ্বল করে, তেমনি অদ্যাকার বর্ষাবসান যে গত জীবনের স্মৃতির বেদনাকে সন্ধ্যার ঝিল্লীর ঝঙ্কার সুপ্ত অন্ধকারের মধ্যে হৃদয়ের মধ্যে ব্যাক্ত করিয়া দিতেছে, তাহা যেন নববর্ষের প্রভাতের জন্য আমাদের আগামী বৎসরের আশামুকুলকে লালন করিয়া বিকশিত করিয়া তোলে।

লোকালয়েও পুরাতনকে বিদায় এবং নূতনকে অভ্যর্থনা জানাইবার নানা আয়োজন শেষ হইয়াছে। চৈত্র সংক্রান্তি, চড়ক পূজার মধ্য দিয়াই ১৪২১ বঙ্গাব্দ দিনপঞ্জি হইতে বিদায় লইল। বর্ষবিদায় সূচিত করিল বর্ষারম্ভের নান্দীমুখ।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

নতুন বছরে জঙ্গিপুর পৌরসভার সাফল্য কামনা করি

ইংরেজী ও বাংলা দুই দিক দিয়েই নতুন বছরে এবারের পৌরনির্বাচন হচ্ছে। একঝাঁক মহিলা প্রার্থী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। যাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই পুরবাসিন্দাদের কাছে অপরিচিত মুখ। এঁরা শিক্ষাগত যোগ্যতায় ও জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য কতটা উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ তা বেশীর ভাগেরই জানা নেই। তবু প্রথা অনুযায়ী নির্বাচনের আগে বাড়ীতে আসা প্রার্থীদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর পুরবাসিন্দাদের স্থির করতে হবে যে তাঁরা কাকে সমর্থন জানাবেন। নির্বাচনে জয়ী হয়ে নির্বাচিত প্রার্থীরা তাঁদের কাজের মান বাড়িয়ে নিরপেক্ষভাবে পৌরসভার সব ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের আশা আকাঙ্খা পূরণে সচেষ্ট হবেন এই আশা নিয়ে নতুন বছরে নব নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়ে গঠিত জঙ্গিপুর পৌরসভার সাফল্য কামনা করি।

শান্তনু রায়, রঘুনাথগঞ্জ

ঝরা মুকুলের কথা

কৃশানু ভট্টাচার্য্য

বাংলার রাজ্যপাট হইতে মুকুল ঝরিয়া গিয়াছে। একদা যে মুকুল পুষ্পে ফলে পরিণত হইয়া দিল্লীর রেলভবনে সৌরভে 'ম' 'ম' করিতেন তাহার আজ আর বসিবার স্থান নাই। ঘর গিয়াছে, দিল্লীতে তাহার ঘরের প্রিয় অতিথি আর নাই। তাই অভিমানে সে ঘরও তিনি ছাড়িয়া দিবেন বলিয়া শোনা যাইতেছে। একদা তো মুকুল তৃণমূলের মিউজিক্যাল চেয়ারের বিচারক ছিলেন। বর্তমানে দলের বিচারপতির বিচারে তিনি আউট। কেহ বলিতেছে তিনি নাকি কোনো 'খপ্পরে' পড়িয়াছেন, কেহ বলিতেছে তিনি ছিলেন 'কেরাণী' মাত্র, কেহ বলিতেছে আপদ বিদায় হলেই ভালো। চাণক্যর কথা এই সময় মনে পড়িতেছে। চাণক্য কহিয়াছিলেন, সুখ আর দুঃখ চক্রাকার পথে পরিক্রমা করে। ক্ষমতাসীন থাকিবার কালে দলে মুকুল 'চাণক্য' হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। তাই চাণক্য'র এই বাক্যটির সম্পর্কে মুকুলের যে ধারণা আছে তাহা বলাই বাহুল্য। যাঁহারা অতীতে মুকুলের কৃপায় বিধায়ক, সাংসদ, পৌর প্রতিনিধি হইয়াছিলেন, পাড়ায় পাড়ায়, জেলায় জেলায় খালি হাতে মস্তক কর্তনের অধিকারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাদের সিংহভাগই আর মুকুলের পার্শ্বে নাই। সঙ্গে রহিয়াছেন হাতে গোনা দু'একজন। ভাগ্য ভালো পুত্র এখনও পিতার পাশেই আছে – ভারতরাষ্ট্রে অন্য ঘটনা ঘটিলেও অন্যথা হইত না।

ভারতীয় রাজনীতিতে অবশ্য এই ঘটনা নতুন নয়। যাহারা অতীতে ইন্ডিয়া আর ইন্দিরা সমর্থক বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন ৭৭-এর পরবর্তী সময়ে তাহাদের অনেকেই তাহাকে নির্বান্ধব করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। অবশ্য মুকুল

(শেষ পাতায়)

যে জন আছে মাঝখানে

সাধন দাস

যারা উত্তম তাদের মাথার উপর আকাশ আছে। যারা অধম তাদের পায়ের তলায় মাটি আছে। আর মধ্যমদের না আছে আকাশ, না আছে মাটি। এ সংসারের নানান ঝক্কিঝামেলা এড়িয়ে যাবার জন্য অনেকেই মধ্যমপথ বেছে নেয়। সাতেপাঁচে না থাকার এ এক নিরাপদ কৌশল। কিন্তু তারা কি সত্যিই সুখে থাকে ? বড়টি বাবার প্রিয় আর ছোটটি মায়ের প্রিয় হলে পরিবারের মধ্যম সন্তানটি কিছুটা যে উপেক্ষিত -- একথা অনেককেই বলতে শুনেছি।

'খুব ভালো' আর 'খুব খারাপ' না হলে মানুষটিকে সনাক্ত করাই কঠিন হয়ে পড়ে। মাঝামাঝি মাপের মানুষগুলোর দম বন্ধ হয়ে যায় দু'দিকের চাপে আর শক্তপোক্ত মূল্যবোধের শাসনে। মধ্যবিত্তের পান থেকে চুন খসলেই যে 'গেল গেল রব' ওঠে।

(শেষ পাতায়)

।। মন কি বাত ।।

কিষাণ কহানি

হরিলাল দাস

কৃষক কৃষিজীবী কিষাণ চাষী ভাগচাষী ভাগীদার আধিয়ার -- এ সবগুলোই কৃষককেই বোঝায়। আবার তার স্তরবিভাগও আছে, যাতে ব্যবহারিক অর্থে শব্দগুলো সমার্থক নয়। তবু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মোদিজী জমি অধিগ্রহণ বিল নিয়ে কৃষকদের সাথে 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান করলেন। কিন্তু কোন্ কৃষকদের মনের কথা জানতে তাঁর এই যান্ত্রিক প্রচেষ্টা ? ভারতের হালীচাষীর শতকরা কয়জন এই অনুষ্ঠানের কথা জেনে, নির্দিষ্ট সময়ে, অংশ নিতে পেরেছেন ? অথবা এই অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন খবরের কাগজ থেকে পড়ে নিতে পেরেছেন ? সরকারি অনুষ্ঠান প্রকল্পের এই হাল -- চলে আসছে মোদিজী।

প্রধানমন্ত্রীর এই আম-দরবারি প্রচেষ্টার পর কাগজে বাজারজাত হয়েছে বিদ্রূপ চিত্র। সেখানে দেখা যাচ্ছে মোদি ভাই কিষাণকে উদ্দেশ্য করে বলছেন – তোমার জমির চেয়ে আমার জমি বিল অনেক বড়ো। এটাই মোদ্দা, নির্মম সত্য। এবং আবার মাননীয় রাষ্ট্রপতি দীর্ঘশ্বাস মোচন করে নয় দফা সংযোজনী সহ নতুন (?) জমি ফরমানে দস্তখত দিয়ে দিলেন। কৃষকের আর্তি রাইসিনহা হিলে পৌঁছে না। যা পৌঁছে তা হচ্ছে ক্ষমতাসীন সরকারের তৈরি করে দেয়া ফরমান। ইহাই আমাদের গর্বের ও গৌরবের গণতন্ত্র। চাষা কৃষককুল যেমন আছো তেমনি থাকো, ভাই।

সত্যি করে একবারে ভূমিজীবী কৃষকদের প্রকৃত উন্নতি করতে হলে এই বহু আড়ম্বরের কোনও দরকার নেই। (শেষ পাতায়)

ভোটের ছড়া

দেবাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভোট মানেই নোট –
ভোটারের পেছনে ছোট।
ভোটে নোট কথা কয়
নোট ছাড়া ভোট হয় ?

একমাস ধরে মদ-মাংস
খরচ জোগাবে কে ?
ভোটারের মন জয় করতে
কৃষ্ণ আর কংস সেজেছে যে !

কৃষ্ণ তো বুঝলাম ভাই
কিন্তু বলি কংস কেন ?

আজকাল ভিলেনই নায়ক কিনা
ছেচল্লিশ ইঞ্চি বুকের সিনা
সিক্স প্যাক্ এইট প্যাকের খেলা
নায়িকার মনে দেবে ঠেলা
তাহলেই তো বাজি মাত
কংস মার খেয়েও উঠবে জেগে
আর কৃষ্ণ কুপোকাত !

আসন্ন জঙ্গিপুর পৌরসভা নির্বাচনে

১৫ নং ওয়ার্ডে বামফ্রন্ট মনোনীত সি.পি.আই.(এম) প্রার্থী

বিশিষ্ট আইনজীবী ও কাজের মানুষ কাছের মানুষ

কমঃ সুবীর রায় -কে

কাস্তে হাতুড়ি তারা চিহ্নে ভোট দিন

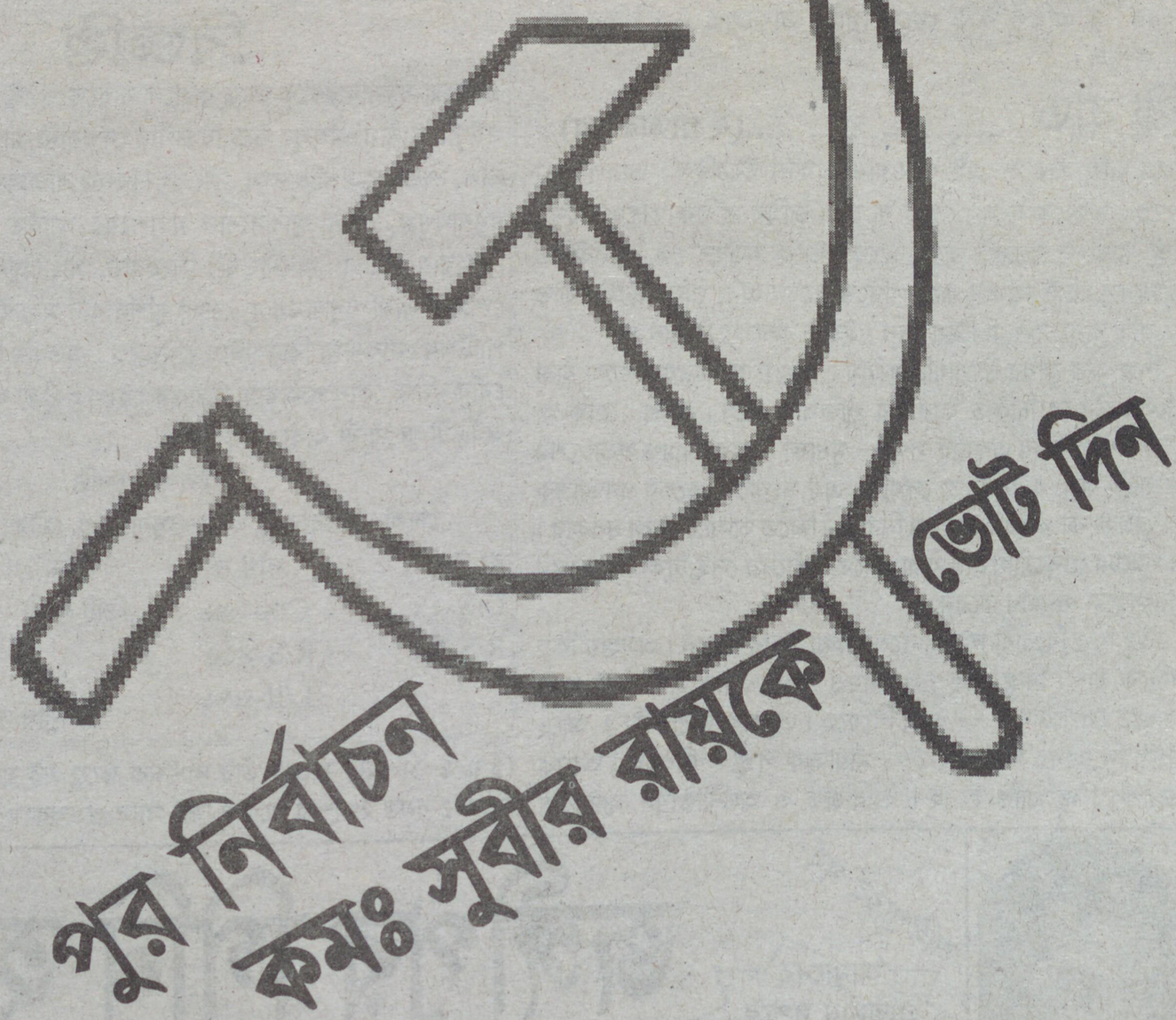

পুর নির্বাচন
কমঃ সুবীর রায়কে ভোট দিন

বামফ্রন্টের পক্ষে রণজিৎ রায় কর্তৃক প্রচারিত

ওয়ার্ডভিত্তিক ফলাফল .....(১ পাতার পর)

মোদাস্বার (বাপি) এলাকায় একজন বিতর্কিত ব্যক্তি। বিভিন্ন থানায় তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আছে। সেখানে তৃণমূল প্রার্থী হাসিবুদ্দিন সেখ (ডালিম)। এখানে বিজেপি ও তৃণমূল কিছু ভোট কাটলেও লড়াই হবে কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের। সেখানে কংগ্রেসের জেতার সম্ভাবনা প্রবল। ১৯নং-এ প্রচারে এখন পর্যন্ত এস.ইউ.সি. প্রার্থী অনুরাধা ব্যানার্জী এগিয়ে। তাঁর সঙ্গে তৃণমূলের গৌতম রুদ্রের সরাসরি লড়াই এর সম্ভাবনা দেখা দিলেও কংগ্রেসের তাপস রায়ের প্রভাব ক্রমশঃ গাঢ় হচ্ছে। বিজেপির অরুণ হালদার বা সিপিএমের সুরেশ চক্রবর্তী অনেকটা পিছিয়ে। ২০নং -এ স্ট্যান্ডিং কাউন্সিলার মফিজুদ্দিন সেখের (মফু) স্ত্রী সিফাতুন বিবি কংগ্রেস প্রার্থী। অন্যদিকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আর.এস.পি-র জুলি বিবি। এছাড়াও তৃণমূলের রুনা বিবি ও বিজেপির সোহাগী বিবি। বর্তমান বাজারে তৃণমূলের একটা ভোটব্যাঙ্ক ওখানে তৈরী হয়েছে। তাই আর.এস.পি.-র জুলি বিবিকে রুখতে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস একাট্টা হয়ে জুলির বিরোধীতায় নামতে পারে। এরকম একটা গুঞ্জন এলাকায় চলছে।

নির্বাচনী জনসভা .....(১ পাতার পর)

এপ্রিল বামফ্রন্টের এক জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন সিপিএম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র। তিনি বলেন – পুর নির্বাচন ও নগর উন্নয়ন নীতি কার্য্যকরী করে বামফ্রন্ট। কংগ্রেসের আমলে এসব চালু হয়নি। পুরসভাগুলো সব মৃত ছিল। জঙ্গিপুর পুরসভা বামফ্রন্টের পরিচালনায় দীর্ঘ সময় ধরে সুনামের সাথে চলছে। বহু জনমুখী কাজ হয়েছে। এলাকাবাসী উপকৃত হয়েছেন। অন্যদিকে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যর বক্তব্য --- পুরবোর্ড আমাদের দখলেই থাকবে। এতে কোন সংশয় নেই। পুরবাসীদের বিশ্বাস, ভালোবাসা, সমর্থন পেয়েছি, এবারেও তার ব্যতিক্রম হবে না – এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

পুরভোটে .....(১ পাতার পর)

মোহন মাহাতো কংগ্রেস প্রার্থী। তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে বিজেপির রুদ্রশঙ্কর দাসের। এটা কেউ চিন্তা করতে পারে ? ভাবা যায় --- ১২ নম্বরে ওয়ার্ড কমিটির মিটিং ডেকে মৃগাঙ্কবাবুর ব্যর্থ হওয়ার কথা। এই রকমই খবর। ১ এপ্রিল কার্ড ছেপে মিটিং ডাকলেও উপস্থিতির হার হতাশাজনক ছিল।

মন কি বাত.....(২ পাতার পর)

'লাঙ্গল যার জমি তার' – এই আওয়াজ একদা উঠেছিল। তারপর তা উঠেই গেছে। জমিতে যাদের ঠেকে না চরণ জমির মালিক তাহারই হন। এই অবস্থা-ব্যবস্থাই কায়েমি হয়ে আছে। একে নড়াবে কে ? নির্বাচিত সরকার কৃষকের ভোট আদায় করে গদিতে বসেন এবং গদি অটুট রাখতে কৃষকদের প্রতি কৃপা-কণা ছিটিয়ে দেন। ইহাই কৃষকের উন্নয়ন ??

শিল্প আর কৃষির বিরোধটি কৃত্রিম। বৃহৎ শিল্প কারখানাগুলো যাঁরা গড়ে তোলেন তাঁদের চিহ্নিত কার হয় পুঁজিপতি বলে। দেশি হোক বা বিদেশি সকল পুঁজিপতির একটাই লক্ষ্য – মুনাফা। তবে তাঁরাও লভ্যাংশের কিঞ্চিৎ খয়রাতি করে মহানুভবতা দেখান। এই সংঘাতে দেশের গণতান্ত্রিক সরকারের ভূমিকা কী ? সবাই জানেন নির্বাচনে জিতে আসতে টাকা দরকার। এই টাকা খরচের প্রতিযোগিতায় যাঁরা জেতেন তাঁদের সেই টাকা ফিরে ঘরে তুলতে সরকারকে ব্যবহার করেন।

কিছু কিছু বিরোধী দল আদর্শের কথা প্রচার করেন। অসহায় কিছু মানুষ সেদিকে যান। কিন্তু সেই দলগুলিরও পাখা গজায় আর সেই পাখা ক্ষমতার মধুতে লেপটে যায় --- এবং গিয়েছে। তা হলে উপায় কী ? আছে পুঁজিপতিদের নিজেদের মধ্যে সংঘাত। মারাত্মক পন্থা। বিশ্বযুদ্ধ। অনেক ক্ষতি। তারপর কিছু প্রাপ্তি হবেই। ধর্মযাজক ও অর্থনীতিবিদ ম্যালথাস (১৭৮৬-১৮৩৪) সাহেব তাঁর দার্শনিক তত্ত্বে এই রকমই বলেছেন। আর বিপ্লব ? সমস্ত হতাশার মধ্যেও 'উই স্যাল ওভারকাম সাম ডে।'

ঝরা মুকুল .....(২ পাতার পর)

ইন্দিরা নন – তাই ইন্দিরার মত ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্ত্তন তাহার পক্ষে হয়ত সম্ভব নয়। তবে 'মুকুল' এর এই ঝরে পড়া দেখে আমাদের রামপ্রসাদের গানের দু-একটি কলি মনে পড়ে যাচ্ছে। 'দু'দিনের জন্য ভবে কর্তা বলে সবাই মানে, সেই কর্তারে দেবে ফেলে কালাকালের কর্তা এলে।' একসময় যে দলটিকে প্রকাশ্যেই কেউ কেউ 'তৃণমুকুল' নামে অভিহিত করিতেন সেই দল বড় হইয়া সাংসদ, মন্ত্রী, বিধায়ক, পৌর প্রতিনিধি, পঞ্চায়েত সদস্য শোভিত 'মুকুল'হীন হইয়া পড়িল। বেচারা অম্বিকেশ মহাপাত্র – একটি কার্টুন শেয়ার করিয়া পুলিশের ঘাড়ধাক্কা খাইলেন। আজ তো 'মুকুল' সত্যিই ভ্যানিশ হইয়া গেলেন।

যে জন আছে মাঝখানে .....(২ পাতার পর)

মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের সংকট নিয়ে বাংলা সাহিত্যে যত গল্প, উপন্যাস লেখা হয়েছে, ততটা বোধহয় আর কাউকে নিয়ে হয়নি। মধ্যবিত্তের আকাশছোঁয়া স্বপ্ন আর সীমাবদ্ধ ক্ষমতা। সাধ আর সাধ্যের সংঘাতে মধ্যবিত্তরা নিরন্তর ক্ষতবিক্ষত হয়। যারা নিম্নবিত্ত বা নিম্নমেধার মানুষ, অস্তিত্বরক্ষার লড়াই করতে করতেই তাদের প্রাণশক্তি নিঃশেষিত হয়। স্কুলজীবনের কাদাপাঁক ঘাঁটতে ঘাঁটতে তারা আকাশের কথা জানতেই পারে না। তাদের মধ্যে আত্মরক্ষার লড়াই থাকলেও আত্মপ্রকাশের যন্ত্রণা নেই। অন্যদিকে উচ্চমেধা বা উচ্চবিত্তরা নক্ষত্রলোকেই বিচরণ করে, মাটির পৃথিবীর সঙ্গে তাদের সংযোগ বড় কম। কিন্তু যারা মধ্যমানের মানুষ, তারা রাত্রিদিন জীবনযাপনের বাঁধা ছকে আবর্তিত হয়। ইচ্ছে করে – এমন কিছু একটা করি যাতে এই পৃথিবীতে একটা 'দাগ' রেখে যেতে পারি, ইচ্ছে করে – বসন্ত রাতের মাতাল হাওয়ায় দিকশূন্যপুরের ট্রেনে চ'ড়ে নিঝুমপুরে চলে যাই, খুঁজে নিই আমার ফাগুন প্রাতের উতলা আর চৈত্ররাতের উদাসীকে। ইচ্ছে করে – লাথি মেরে চলে যাই আমার পচে হেজে ওঠা ঘর গেরস্থালি। কিন্তু সে সবই ক্ষণিকের স্বপ্নকল্পনা। চমক ভাঙলেই দেখি, পচা পানাপুকুরেই আমরণ সাঁতরাচ্ছি। বোহেমিয়ান জীবনের স্বপ্নকে সোনার সিন্দুকে তালাবন্ধ ক'রে দশটা-পাঁচটার বাঁধা ছকে চক্কর খাই। তাই ছাপোষা মধ্যমের যতটা 'নিরাপত্তা' আছে, ততটা বোধহয় 'নিশ্চিন্ততা' নেই।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, নিম্নের বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া মাননীয় জঙ্গিপুর উচ্চ বিভাগীয় দেওয়ানী আদালতে বাদী জগন্নাথ দাস, পিতা ঁরমাপতি দাস, সাং রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া, পোষ্ট + থানা-রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ মহাশয়ের আনিত বিবাদী অর্চ্চনকুমার সিংহরায়, পিতা ঁঅবনীভূষণ সিংহরায়, সাং রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া, পোষ্ট + থানা-রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ মহাশয়ের বিরুদ্ধে ৬৮/১২ পার্টিশন মোকর্দ্দমা বিচারাধীন রহিয়াছে। অতএব নিম্নের বর্ণিত সম্পত্তি মোকর্দ্দমায় কোন পক্ষ দ্বারা হস্তান্তর হইলে গ্রহীতা ব্যক্তি মোকর্দ্দমার রায় ও ডিগ্রী অনুযায়ী বাধ্য থাকিবেন।

নালিশী সম্পত্তি

জেলা-মুর্শিদাবাদ, থানা-রঘুনাথগঞ্জ, মৌজা -বাসুদেবপুর

খং নং	দাগ নং	রকম	পরিমাণ
C/S-২৭	C/S-২৬৬	ভিটি বাড়ী	১৩ শতক।
R/S-২৬	R/S-৪৬৫		
	L/R-৬৭৬		

জগন্নাথ দাস, রঘুনাথগঞ্জ

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।